মকর সংক্রান্তি, পোঙ্গল, উত্তরায়ণ ও মাঘ বিহু উপলক্ষে দেশবাসীকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি, পোঙ্গল, উত্তরায়ণ ও মাঘ বিহু উপলক্ষে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দেশবাসীর উদ্দেশে ট্যুইট করে তিনি সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন ধারাবাহিক ট্যুইট করেন। প্রতিটি উৎসবে ছবি সহ বার্তা পাঠান তিনি। প্রসঙ্গত, এদিন পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপে বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ২০ লক্ষের বেশি পুণ্যার্থী স্নান করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা এসেছেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যে নানা অনুষ্ঠান হয়। মূলত অধিকাংশ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কৃষি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় তাই কৃষিরও সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন।

মুম্বইয়ে চপার দুর্ঘটনা : ওএনজিসি'র ৫ সিনিয়র অফিসারের মৃত্যু, নিখোঁজ ১

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-র পাঁচ সিনিয়র অফিসারের মৃত্যু হয়েছে মুম্বইয়ের উপকূলে একটি চপার দুর্ঘটনায়। ওই চপারের দুই পাইলটেরও মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওএনজিসি, আইসিজি এবং ভারতীয় নৌবহরের সহায়তায় তাদের সার্চ অপারেশন চালায়। এই সার্চ অপারেশনে নিজস্ব হেলিকপ্টার ও স্পিডবোট ব্যবহার করা হয়।

জানা গেছে, জুহু থেকে সকাল ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ চপারটি আকাশে ওড়ে। ১০টা ৫৮ নাগাদ ওএনজিসি-র নর্থ ফিল্ড তেল খনন কূপের কাছে সেটি নামার কথা ছিল। মুম্বইয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর সঙ্গে সেটির শেষ যোগাযোগ হয় সকাল ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ। সে সময় বিমানটি মুম্বইয়ের ৩০ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল। এই দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

পুলিশের দাবি, আকাশে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পবন হংস হেলকপ্টারটি ভেঙে পড়ে। পরে সমুদ্র উপকূল থেকে ৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও একটি দেহের খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে

জানা গেছে, মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কুপার হাসপাতালে আনা হয়েছে।

৬টি মৃতদেহের মধ্যে পাঁচজনের পরিচয় জানা গেছে। আর একটি মৃতদেহের জন্য মুম্বইয়ের সমুদ্রে তল্লাশি চলছে। ভারতীয় নৌবহরে (তেজ, তারাসা, টি-১১, টি-৪৫) জাহাজগুলি সমুদ্রে তল্লাশি চালাচ্ছে এই মৃতদেহের খোঁজে। আইএনএস-এর তেজ জাহাজের চেক-আপ হেলিকপ্টার। এই চেক-আপ হেলিকপ্টার এবং ড্রাইভিং টিম রবিবার দিনভর তল্লাশি চালায়। এছাড়া একটি আইএন ডরনিয়ের যুদ্ধবিমানও সমুদ্রে তল্লাশির কাজ শেষ করেছে। দু'টি সার্কিটে অনুসন্ধান চালাচ্ছে পি-৮১ লং রেঞ্জের যুদ্ধবিমান। এছাড়া ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ এবং যুদ্ধবিমানগুলিকেও অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

মুম্বই দরিয়ায় ওএনজিসি-র তেল উত্তোলনের কাজ দেখে ফিরছিলেন এই ৬ সিনিয়র অফিসার। বিমানটি আকাশে ওড়া মাত্র সেটি উপকূলে ভেঙে পড়লে সকলেরই মৃত্যু হয় বলে দাবি করছে পুলিশ। তাদের পরিবারের লোকজনও দুর্ঘটনাস্থলেই রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী এই দুর্ঘটনায় গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য সবরকম সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা।

আইএনএস মকর বিশেষভাবে হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ। রবিবার দিনভর এই জাহাজটি ভেঙে পড়া বিমান কোথাও পড়ে আছে কি না দেখতে দিনভর তল্লাশি চালায়। এছাড়া যখনই প্রয়োজন হবে, যাতে সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্য সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত জাহাজ ও যুদ্ধবিমানও মজুত রাখা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পবন হংস ডুফিন এন-২ চপারটিতে মোট ৭ জন ছিলেন। এই বিমানটিই দুর্ঘটনায় পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি শুরু করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ওএনজিসি-র দুই কর্মীর মৃতদেহ খুঁজে পায়।

তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত হল পোঙ্গল

চেন্নাই, ১৪ জানুয়ারি : তামিলনাড়ুতে রবিবার পালিত হল পোঙ্গল। মূলত কৃষি উৎসব হিসেবে পরিচিত এই পোঙ্গল। পোঙ্গল উপলক্ষে তামিলনাড়ুর মানুষ বৃষ্টি, সূর্য এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত নানা ধরনের জীবজন্তুকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানান। চার দিনেরও বেশি সময় ধরে পোঙ্গল উৎসব পালিত হয়। রবিবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ে স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরেন তারা। এরপর শুরু হয় মন্দিরে যাওয়া। মন্দিরগুলি ভরে ওঠে ঘি ও ধূপের সুগন্ধে। বাড়ি ফিরে তৈরি করেন তাঁরা নানারকম চমৎকার খাবার। এইসব ট্র্যাডিশনাল ডিসের মধ্যে রয়েছে ভাজা কাজুবাদাম, আমন্ড, এলাচ, তালমিছরি সহযোগে ভাত। এই অতুলনীয় পদটি মূলত পোঙ্গল উপলক্ষেই তৈরি করেন তামিলনাড়ুর মেয়েরা। চক্করাই পোঙ্গলে দুধ জাল দিয়ে তার সঙ্গে অন্যান্য শস্য মেশানো হয়। একে বলা হয় 'পোঙ্গল'। এ নিয়ে সুর বেঁধে গান করেন তারা। মাটি বা স্টেইনলেস স্টিলের ঘট সুন্দর করে সাজানো হয়। তার উপর রাখা হয় রান্নার সামগ্রী ভর্তি ডিসটি। রান্নাও সাজানো হয় আদা, হলুদ, আখের টুকরো বা টুকরো টুকরো কলা দিয়ে। পোঙ্গল উৎসব সাধারণত চারদিনের। প্রথম দিনটি ভোগীদের। শনিবার এই দিনটি পালন করেছেন তাঁরা। সেইদিন পুরনো জামাকাপড়, বিছানা ও অন্যান্য জিনিস পুড়িয়ে ফেলা হয়। বাড়িগুলিকে ধুয়ে, মুছে নতুন করে আলপনায় সাজানো হয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার তামিল মাস থাইয়ের প্রথম দিন স্বভাবতই মাসের প্রথম দিনটিতে উৎসবের রেশ লক্ষ করা যায় রাজ্যজুড়েই। তৃতীয়দিন মাট্টু পোঙ্গল। সেদিন ষাঁড় ও গরুদের প্রথমে স্নান করানো হয়। তারপর তাদের শিংগুলি চিত্রবিচিত্র করা হয়। কারণ কৃষিক্ষেত্রে তাদের দুয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদিন নানা রঙের চাল তামিল মহিলারা পাখিদের খাওয়ান। প্রার্থনা করেন ভাইদের মঙ্গল কামনায়। রাজ্যের কোথাও কোথাও জাল্লিকাট্টু অনুষ্ঠানও হয়। চতুর্থ দিনে কান্নুম পোঙ্গল। এদিন সকলেই বাইরে বেরিয়ে পড়েন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ কেউ দূরেও চলে যান বেড়াতে।

রবিবার ছিল মকর সংক্রান্তি। এই উপলক্ষে আগরতলায় নদীতে এক পুণ্যার্থীর মকর স্নানের উদ্যোগ।

পাসপোর্টের রং পরিবর্তন নিয়ে বিজেপির তীব্র সমালোচনা কংগ্রেস সভাপতির

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : পাসপোর্টের রং পরিবর্তন নিয়ে এবার সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। এই ঘটনাকে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপির) বৈষম্যমূলক মনোভাবের প্রতিফলন বলে অভিযোগ করেছেন। রবিবার কংগ্রেস সভাপতি ট্যুইট করে আরও বলেছেন, এদেশে এক রাজ্যের শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। বিদেশি শ্রমিকরাও কাজ করতে আসেন। কিন্তু বিজেপি সরকার এই শ্রমিকদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখছে। তাদের এ ধরনের মনোভাব কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য, সরকার শুক্রবার পাসপোর্টের রং পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। নীল থেকে কমলা রংয়ের পাসপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইমিগ্রেশন চেক রিকোয়ার্ড (ইসিআর) মর্যাদা দিয়ে এই রং পরিবর্তন করা হবে বলেও জানায় বিদেশ মন্ত্রক। বর্তমানে তিনটি রঙয়ের পাসপোর্ট রয়েছে। সরকারি অফিসারদের সাদা রঙয়ের পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। কূটনীতিকদের পাসপোর্টের রং লাল এবং অন্য সকলের পাসপোর্ট নীল রঙয়ের হয়। কিন্তু নতুন পাসপোর্টে এই রঙয়ের পরিবর্তন ঘটছে। নতুন পাসপোর্টটির নকশা তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি প্রেসে। এই আইএসপি নাসিকে অবস্থিত। সেখানে অত্যন্ত গোপনে নাকি তৈরি হয়েছে পাসপোর্টের নকশা। যদিও সেকথা অস্বীকার করে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র

রাভিশ কুমার জানিয়েছেন, বিদেশ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাসপোর্টের শেষ কথাটি বাতিল করা হবে। কারণ ঠিকানা প্রমাণের জন্য এখন থেকে এই পাতার আর কোনও বৈধতা থাকছে না। প্রসঙ্গত, পাসপোর্টের শেষ পাতায় অভিভাবকদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য থাকে। এছাড়া পাসপোর্টধারীর বৈধ ঠিকানা, প্রয়োজনীয় ইমিগ্রেশন পরীক্ষা ও পুরনো পাসপোর্টটির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও দেওয়া থাকে এই শেষ পাতায়। কিন্তু এখন থেকে তা আর কার্যকর হবে না। কারণ এই শেষ পাতাটিই তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে বর্তমান পাসপোর্টধারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টে নথিভুক্ত সময় পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে বলেও জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

পাসপোর্টের রং পরিবর্তন করার তীব্র সমালোচনা করে রাহুল গান্ধি বলেছেন, ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের এই সরকার দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে মনে করে, যা কোনওমতেই গ্রহণীয় নয়। সরকারের এই কাজ পুরোপুরি বৈষম্যমূলক মনোভাবেরই প্রতিফলন। এতদিন সাধারণ মানুষের জন্য নীল রঙয়ের পাসপোর্ট ছিল। এবার তা কমলা রঙয়ের হচ্ছে। বিভিন্ন বিরোধী দলের দাবি, গেরুয়া বিজেপির নিজস্ব রং। তাই ওই রঙেই ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সুষমার

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ রবিবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর আমন্ত্রণে দেখা করেন। দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি নিয়ে আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, রবিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রোটোকল ভেঙে বিমানবন্দরে গিয়ে নেতানইয়াহুকে স্বাগত জানান। ৬ দিনের ভারত সফরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এদেশে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী সারাও। নরেন্দ্র মোদী এদিন ইংরেজি এবং হিব্রু ভাষায় ট্যুইট করে স্বাগত জানান নেতানইয়াহুকে। উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীই প্রথম গত বছর ইজরায়েল সফরে যান। সেই সফরে নেতানইয়াহুকে এদেশে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান মোদী। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেই তিনি এদেশে এসেছেন। দিল্লিতে পা দেওয়ার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করেন।

শিক্ষকের মারে বধির ছাত্র

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দিল্লির ভাই পরমানন্দ বিদ্যামন্দিরের অঙ্ক শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠল। তিনি তৃতীয় শ্রেণির এক কিশোরের গালে এমন চড় মেরেছেন যে, সে বধির হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই শিশুটি স্কুলে যেতে পারছে না। কারণ তার কানের চিকিৎসা চলছে। শিশুটির অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, ওই স্কুলেরই আর এক শিক্ষক গত বছর তাকে এমন মারেন যে তার কাঁধের হাড় সরে যায়। স্কুলের অধ্যক্ষ অজয় পাল সিং অভিভাবকদের অভিযোগ মেনে নিয়ে জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে শো-কজ নোটিস ধরানো হয়েছে। এছাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি ইন্টারনাল কমিটিও তৈরি করেছেন। ওই কমিটি তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে আহত শিশুটির অভিভাবকরা দাবি করেছেন, স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরায় পুরো বিষয়টি ধরা পড়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তা কোনওমতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাঁরা ওই শিক্ষকের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু'র সফরে বদলে গেল দিল্লির তিনমূর্তি চকের নাম

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দিল্লির তিনমূর্তি চকের নাম বদলে ইজরায়েলের শহর হাইফার নামে রাখল নরেন্দ্র মোদী সরকার। প্রসঙ্গত, তিনমূর্তি চকের নাম আগে ছিল তিনমূর্তি হাইফা চক। রবিবার ৬ দিনের ভারত সফরে দিল্লি এসে পৌঁছান ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু। তাঁকে নিয়ে বিমানবন্দর থেকেই তিনমূর্তি চকে চলে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দুই রাষ্ট্রনেতা। এরপরই জায়গার নাম বদলের কথা ঘোষণা করা হয়। কেন এই নাম বদল জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১০০ বছর আগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনার হয়ে লড়াই করেছিলেন ভারতীয় সেনারা। ১৯১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইম্পেরিয়াল ক্যাভালরি ব্রিগেডের হয়ে লড়াই করে হাইফা মুক্ত করেন ভারতীয় সেনারা। ওই শহরকে মুক্ত করতে গিয়ে ৪৪ ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়। সেই থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ক্যাভেলরি সেনা এই দিনটিকে 'হাইফা ডে' হিসেবে উদ্‌যাপন করে। তিনমূর্তি চকে যে তিন বল্লমধারীর মূর্তি রয়েছে, তারা হায়দরাবাদ, যোধপুর এবং মহীশূরের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ এই তিন শহর থেকেই জওয়ানরা ১৫ ইম্পেরিয়াল ক্যাভালরি ব্রিগেডে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধ নিয়ে নানা মত প্রচলিত থাকলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত যে, ভারতীয় ল্যান্সারের দাপটে সেদিন পিছু হঠেছিল অটোমান, জার্মান, অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির সেনা।

সুপ্রিম কোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে, দুঃখপ্রকাশ প্রাক্তন বিচারক সোধি'র

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে চার বিচারক বিদ্রোহী হওয়ায় সাধারণ মানুষের মুখে তীব্র সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। এতে বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা কমতে বাধ্য। এই ঘটনায় শীর্ষ আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর এস সোধি।

তবে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা নষ্ট হয়েছে, তা অবশ্য বলতে চাননি তিনি। শুধু বলেছেন, এই বিশ্বাসযোগ্যতা এখন ফিরিয়ে আনা খুব প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছেন, সাধারণ মানুষ চাইছেন, চার বিচারকের বিদ্রোহের ফলে প্রধান বিচারপতি একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এদিকে রবিবার সকালে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (বিসিআই) সভাপতি মনন মিশ্র বিদ্রোহী বিচারপতিদের অন্যতম বিচারপতি চেলামেশ্বরের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। কাউন্সিল বাকি তিন বিদ্রোহী বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, মদন বি লকুর এবং কুরিয়েন জোসেফের সঙ্গেও দেখা করতে চায়। রবিবার বিকেল নাগাদ তাঁরা দেখা করেন প্রধান বিচারপতির সঙ্গেও। প্রসঙ্গত, এক নজিরবিহীন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সুপ্রিম কোর্টের চার বিদ্রোহী বিচারক প্রধান বিচারপতি মিশ্র'র বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ এনেছেন। এই বিচারপতিদের অভিযোগ, প্রধান বিচারপতি বিভিন্ন মামলা নিজের পছন্দসই বেঞ্চগুলির হাতে তুলে দিচ্ছেন। ফলে বিচারের নিরপেক্ষতা থাকছে না।

পাক সেনাকে পাল্টা আঘাত প্রয়োজন : রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় পাক সেনাকে পাল্টা আঘাত দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। তবে পরিস্থিতি এখন আগের তুলনায় অনেকটাই ভাল বলে দাবি করেছেন তিনি। এক বছর আগে তিনি যখন সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেন, তার তুলনায় এখন পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ভাল। সেনাপ্রধান সকলকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে সন্ত্রাসবাদী কাজ চালনোর জন্য পাক সেনাকে পাল্টা আঘাত দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করে চলার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি তাও চলুক বলে মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান। রাওয়াতের আরও দাবি, সেনাবাহিনী ভবিষ্যতে নতুন নতুন কৌশল নিতে চায় পরিস্থিতি মোকাবিলায়। একইসঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য সামগ্রিকভাবে চেষ্টাও প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

মহাশ্বেতা দেবীর ৯২তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

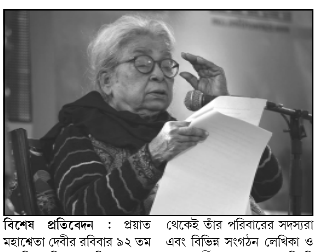

বিশেষ প্রতিবেদন : প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর রবিবার ৯২ তম জন্মদিন ছিল। এদিন সকাল থেকেই তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং বিভিন্ন সংগঠন লেখিকা ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতার জন্মদিনটি নানাভাবে পালন করেন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে ম্যাগসাইসাই জয়ী মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যু হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি পান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। মহাশ্বেতার লেখা ছিল অত্যন্ত বৈচিত্রময়। সেই কারণে তাঁকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বৈচিত্রময় লেখিকা হিসেবে ধরা হয়। সাহিত্য রচনা এবং জীবনভর অসংখ্য কাজের জন্য তিনি পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। ওই অঞ্চলের মানুষের লড়াইয়ে তিনি তাঁদের পাশে ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা', 'অরণ্যের অধিকার', 'ঝাঁসির রানি', 'অগ্নিগর্ভা', 'রুদালি' অবহেলিত জীবনের ছবি। মহাশ্বেতী দেবীর লেখা 'রুদালি' উপন্যাসের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে তৈরি হয় একটি চলচ্চিত্র। রুদালি হল রাজস্থানের উচ্চবর্ণের পুরুষদের মৃত্যুর পর কান্নার জন্য ভাড়া করে আনা মহিলা। তারা পেশাদার জীবনযাপন করেন। অন্যদিকে তাঁর 'হাজার চুরাশির মা'কে নিয়েও তৈরি হয়েছে আরও একটি ছবি। এই ছবিতে দেখা যায় নকশাল আন্দোলনে নিজের ছেলেদের জড়িয়ে পড়ার কারণগুলি বুঝতে চেষ্টা করছেন মা। মহাশ্বেতা দেবীর লেখাতে মেয়েদের অধিকারের কথা বারবার ফিরে এসেছে। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের পাশে তিনি ছিলেন সবসময়। লোধা ও শবরদের নিয়ে তৈরি করেন একটি সমিতি। নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয় তাদের। কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহরে বার বার নিয়ে গিয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলির দুঃখকষ্টের কথা তুলে ধরেন মহাশ্বেতা।

তিরুবনন্তপুরমে রবিবার কৃষি প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন সেখানকার মানুষ।